বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২

ISO 9001:2015 Certified

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

দরবস্ত, জৈন্তাপুর, সিলেট।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
এক নজরে	-	০১
চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী	-	০২-০৩
সভাপতির প্রতিবেদন	-	০৪
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	-	০৫-০৬
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	-	০৭
লেখচিত্রে পবিস-এর কার্যক্রম	-	০৮-০৯
আলোক চিত্রে পবিস-এর কার্যক্রম	-	১০-১১
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	-	১২
নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি	-	১৩
সিটিজেন চার্টার, বিবিধ ফি	-	১৪
নিরাপত্তা জামানত ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের করণীয়	-	১৫
নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার, অভিযোগ কেন্দ্রসমূহের মোবাইল নাম্বার ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি	-	১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
আয়কর অনুবিভাগ

ট্যাক্স কার্ড সম্মাননাপত্র

"জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)" অনুযায়ী
২০২০-২০২১ কর বছরে

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
টিআইএন ঃ ৫৭৪৩৫২৭৫২৮৪৬

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' খাতে
১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়েছেন।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, ২৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২০২০-২১ করবছরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ২১১.৪৫ কোটি টাকা কর প্রদান করায় "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" ক্যাটাগরিতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী নির্বাচিত হয়ে ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননাপত্র প্রাপ্ত হয়।

একনজরে তথ্যাবলী জানুয়ারী/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০১। সমিতি নিবন্ধিকরণের তারিখ	ঃ ০৬-০৫-১৯৯৮ খ্রিঃ।
০২। বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ ২৭-০৮-১৯৯৯ খ্রিঃ।
০৩। আয়তন	ঃ ১৮১৩ বর্গ কিঃমিঃ।
০৪। অর্ন্তভূক্ত উপজেলা সমুহ	ঃ ৭টি {সিলেট জেলার-সদর, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক (অংশিক) ও দোয়ারা বাজার (আংশিক)}।
০৫। অর্ন্তভূক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা	ঃ ৪১ টি।
০৬। অর্ন্তভূক্ত গ্রাম	ঃ ১২১৪ টি।
০৭। বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ ১২১৪ টি।
০৮। এলাকা পরিচালক	ঃ ০৬জন।
০৯। মনোনিতএলাকা পরিচালক /মহিলা পরিচালক	ঃ ০২/০৩ জন।
১০। সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ২৭৭ জন।
১১। জোনাল অফিস	ঃ ০২ টি (কানাইঘাট, কোম্পানীগঞ্জ)।
১২। সাব জোনাল অফিস	ঃ ০২ টি (গোয়াইনঘাট ও শিবের বাজার)।
১৩। অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০৯ টি (সড়কের বাজার, গাছবাড়ি, সালুটিকর, ইছাকলস, বিন্নাকান্দি, ছনবাড়ী, হাদারপার, মমতাজগঞ্জ বাজার ও রাধানগর বাজার)।
১৪। বৈদুতিক উপকেন্দ্র	ঃ ০৮ টি {দরবস্ত, কানাইঘাট-১, কোম্পানীগঞ্জ-১ প্রতিটি ২০ এমভিএ করে, গোয়াইনঘাট-১ ,বাদাঘাট, কানাইঘাট-২ (ঝিংগাবাড়ী), কোম্পানীগঞ্জ-২ (পারুয়া) ও গোয়াইনঘাট-২ (ফতেপুর) প্রতিটি ১০ এমভিএ করে।}
১৫। নির্মিত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৫,০১৯.০০ কিঃ মিঃ।
১৬। বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ	ঃ ৫,০১৯.০০ কিঃ মিঃ।
১৭। সংযোগ কৃত গ্রাহক	(শ্রেণী ভিত্তিক)
ক) আবাসিক	ঃ ১,৮৮,৫৩৯ টি।
খ) বাণিজ্যিক	ঃ ১৬,৫৩৭ টি।
গ) শিল্প	ঃ ১,৩১৪ টি।
ঘ) সেচ	ঃ ৩৮০ টি।
ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৩,৫৬৫ টি।
চ) রাস্তারবাতি	ঃ ৫৮ টি।
মোট =	ঃ ২,১০,৩৯৩ টি
১৮। সংযোগ গ্রহণের হার	ঃ ১০০%।
১৯। বিদ্যুৎ ক্রয়	ঃ ১০,৩৩,৪৬,২৬১ কিঃ ওঃ ঘঃ।
২০। বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ৯,১৬,৯০,৪২৭ কিঃ ওঃ ঘঃ।
২১। সিষ্টেম লস	ঃ ক) সাব ষ্টেশন মিটার ৯.৪১%। ঃ খ) বিলিং মিটার ১১.২৮ %।
২২। বিলকৃত অর্থ	ঃ ৫৫,৯৯,৮৮,৭১৯.০০ টাকা।
২৩। আদায়কৃত অর্থ	ঃ ৫৩,২৪,৩৬,৯৮৬.০০ টাকা ।
২৪। বিল আদায়ের হার	ঃ ৯৫.০৮%।
২৫। বকেয়া মাস	ঃ ১.৫০মাস।
২৬। সরকারী পাওনা ব্যতীত	ঃ ১.৪৫ মাস
২৭। মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়	ঃ ৭,৫৪,৩৩,৬১৯.০০ টাকা ।

চেয়ারম্যানের বাণী

"বিসমিলাহির রহমানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যে গ্রামাঞ্চলের আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন,"বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূর প্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোর গোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের গ্রিড ও অফগ্রিডভূক্ত শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮০০৩ মেঃ ওঃ, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৭৬ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মিত বিদ্যুতায়িত লাইন ২ লক্ষ ১৭ হাজার কিঃ মিঃ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার কিঃ মিঃ। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বিগত ১২ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ০৩ হাজার কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মান করা হয়েছে এবং এই মেয়াদে গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ২৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ বিগত ১২ বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর ২ কোটি ৫২ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার শিল্প সংযোগ ও ১ লক্ষ ৪১ হাজার সেচ সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে । একই সময়ে ৭০৫ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১২০২ টিতে উন্নীতকরণসহ উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ৪৬৫০ এমভিএ হতে ১১২৭৫ এমভিএ বৃদ্ধি করে ১৫৯২৫ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। এই সময়ে সিস্টেম লস ১৮% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ৯.৬৭% এ দাড়িয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) এর আওতাধীন গ্রিডভূক্ত এলাকায় ৪৬১টি উপজেলা এবং অফগ্রিডভূক্ত এলাকায় পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ ১০৫৯টি গ্রাম রয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রিডভূক্ত এলকার ৪৬১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগস্ট'২০২০খ্রি. তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ অফগ্রিডভূক্ত ১০৫৯ টি গ্রাম শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজও ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২৮৮ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ১৭৪ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাভূক্ত ৪৬২টি উপজেলার সবগুলোতে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০৪। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় দ্বারপ্রান্তে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পাচ্ছে। আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক এবং ১৮ দিনের মধ্যে শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ দেয়ার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার ফলে প্রতিমাসে প্রায় ০২ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪ কোটি ০৭ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বাপবিবোর্ডের সংযোগ ৩ কোটি ২৬ লক্ষ (প্রায় ৮০%)। "মুজিব বর্ষে" বাপবিবো-এর ভৌগোলিক এলাকার ১০০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে, যার মাধ্যমে আমাদের মহান সংবিধানের ১৬ তম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "রাষ্ট্রের অঙ্গীকার" বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৫। এই কালজয়ী কর্ম উদ্যোগ-কে ধারণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক"কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়ে গ্রাহকগণের অভিযোগ এবং সমস্যাসমূহ শুনে তা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন যা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে/হচ্ছে।

০৬। বিদ্যুৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি। গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। সেচ ব্যতীত সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে দুই স্প্যান লাইন ও ৫০ কিঃ ওঃ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে

চেয়ারম্যানের বাণী

বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ মহিলাদের আয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৭। ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহকের সুবিধার্থে অনলাইনে সংযোগ প্রদান, বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, বিকাশ, রকেট, টেলিটক, সিউর ক্যাশ, এম ক্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজ ঘরে বসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্ট ব্যাংক ও রিচার্জ পয়েন্ট থেকে সহজে বিল পরিশোধ করতে পারছে। এছাড়াও প্রায় ১৩ লক্ষ গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে ৮১% গ্রাহক অনলাইন এর মাধ্যমে রিচার্জ করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে ৭ টি ব্যাংক/এমএফএস এর মাধ্যমে বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিমাসে প্রায় ১০০% গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বচ্ছতার স্বার্থে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ক্রয় প্রক্রিয়া e-GP এর মাধমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৮। ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য ১৪ টি সোলার চার্জিং স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫ টি উপজেলা সদরের প্রত্যেকটিতে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ৪০ টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ২৮৯ টি নেট মিটারিং ও ৫৬৭০ টি গ্রীড চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

০৯। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মকান্ডের মাধ্যমে " জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা ২০১০ অনুযায়ী" ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী সম্মাননা পুরস্কার "দ্রুত বিদ্যুৎ সেবা ও সংযোগ" প্রদানকারী হিসাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সপ্তাহ-২০১৬ এ সেরা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচী শতভাগ বাস্তবায়ন করায় "সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে" বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নে যথাক্রমে ১০০% ও ৯৪.৫% নম্বর অর্জন করেন। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সংস্থার কাজের গুণগতমানের উন্নতি স্বরূপ IMS (ISO-9001-2015, ISO-14001-2015,ISO-45001-2018) Certificate অর্জন করে যা বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তুলনায় অনন্য। এছাড়াও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড এর আওতাধীন ৮০টি সমিতি ISO-9001 Certificate অর্জন করেন।

১০। আমি অবহিত হয়েছি যে, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ২৭/০৮/১৯৯৯ খিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতিতে জানুয়ারী'২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৫০১৮.৯৯৩ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ২,১০,৩৯৩ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বৎসরসমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশী হওয়ায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস কমিয়ে, বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে ১১৮.৪৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ এবং ১টি নতুন ১০ এম,ভি,এ ইন্ডোর উপকেন্দ্র (গোল্ডেন হারভেস্ট) নির্মাণ করে ১৪,১৪৮ জন নতুন গ্রাহকদের সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৮ টি উপকেন্দ্রে পৃথক ৫ টি ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত আছে।

১১। আজকে সমিতির ২১ তম বার্ষিক সদস্য সভায় সর্বস্তরের গ্রাহক সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদান, গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান এবং অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার চেতনায় সমন্বিত দীপ্ত অঙ্গীকার ঘোষিত হবে এ কামনা করছি। গ্রাহক সদস্যগণকে আহবান জানাচ্ছি যেন সমিতির উত্তরোত্তর উন্নয়নে স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে তারা সর্বদা সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখেন।

১২। আমি সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য এবং সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করছি। সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

(মোহাং সেলিম উদ্দিন)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২১তম বার্ষিক সাধারন সভায় আগত গ্রাহক সদস্য, পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে আগত পরিচালকসহ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি, সাংবাদিক ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ " আসসালামু আলাইকুম/আদাব ও নমস্কার"। আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্নদানকারী বীর শহীদদের। ফাল্গুনের শীতল বাতাসে এই শুভ সকালে শত কর্মব্যস্ততার মাঝে সমিতির এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের নিকট প্রগাঢ় শুকরিয়া ও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি ।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ঃ

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সহ ডিজিটাল বাংলাদেশ ও একটি গ্রাম একটি শহর গড়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায় অত্র পবিস কর্তৃক জানুয়ারী ২০২১ইং পর্যন্ত ৫০১৯.০০ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ১২১৪ টি গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ২,১০,৩৯৩ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যারা এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি বা সে সকল এলাকায় সংযোগ প্রত্যাশীগণকে ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। অতি দ্রুত সমিতির সকল এলাকায় সরকারী খরচে বিদ্যুৎ লাইন তৈরীর কাজ চলমান আছে। বাংলাদেশ সরকার এর ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর কাজ চলছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে সকল উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ভৌগোলিক এলাকার আওতাধীন সিলেট সদর উপজেলা, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ এবং ছাতক ও দোয়ারা বাজার উপজেলা আংশিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ঃ

উত্তম গ্রাহক সেবা এবং নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। তার জন্য সমিতির নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ, ৩৩ কেভি এবং ১১ কেভি লাইন নির্মাণ সহ সকল পর্যায়ে সিস্টেম আপগ্রেডেশন কাজ চলমান আছে। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে সড়কের বাজার ও পারুয়া ১০ এমভিএ করে ০২টি (দুই) উপকেন্দ্র এবং ৬৪৫.০০ কিঃ মিঃ লাইন তৈরী হয়েছে। চলতি ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে গোয়াইনঘাট-২ (গোল্ডেন হার্ভেস্ট), ১০ এমভিএ ০১টি (একটি) উপকেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন এবং ৫৮৫ কিঃ মিঃ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাইন তৈরীতে সৃষ্ট বাধা এবং বিদ্যুৎ চুরি আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। এ বিষয়ে আমি সম্মানিত গ্রাহকসদস্য বৃন্দের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ঃ

আপনাদেরকে সমিতির বিতরণ লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বৃক্ষ রোপন ও বাড়ী ঘর নির্মাণের অনুরোধ জানাচ্ছি। সমিতির বিতরণ লাইনের সাথে গাছের সংস্পর্শে বিদ্যুৎ অপচয় হয়, রাইট অব-ওয়ে সমস্যা বৃদ্ধি পায় ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট সহ দূর্ঘটনা ঘটায়। ঝড় বৃষ্টির দিনে বিদ্যুৎ লাইনের উপর গাছের ডাল পড়ে তার ছিঁড়ে অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই বিদ্যুৎ লাইনের উপরে গাছের ডাল কাটা অর্থাৎ বিদ্যুৎ লাইন নিরাপদে রাখার বিষয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহযোগিতা প্রদানে গ্রাহক সদস্যগনকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দঃ

সমিতি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে নগদ মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে থাকে। বিদ্যুৎ বিলই সমিতির একমাত্র আয়ের উৎস। গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার কারণে সমিতি সুষ্ঠু পরিচালনা সহ উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণে বিঘ্ন ঘটে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর গ্রাহকের নিকট পাওনা বিদ্যুৎ বিল বকেয়ার পরিমান ৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। অনেক গ্রাহককে সমিতির পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধের পরও বকেয়া বিল পরিশোধ করেন না। অথচ কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়ে। বকেয়া পাওনা আদায়ে গ্রাহক প্রান্তে সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগন গমন করলে অনেক সময় সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সঙ্গে অনাকাঙ্খিত ঘটনার সুত্রপাত কোনক্রমে গ্রহনযোগ্য নয়। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে সমিতির উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ভার্চুয়ালী সংযুক্ত সকল সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আজকের এই বার্ষিক সাধারন সভাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করায় সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে অত্র সমিতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও গৌরব অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। জয় বাংলা।

জনাব মো. জামাল উদ্দিন
সভাপতি, সমিতি বোর্ড।
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২১তম বার্ষিক সাধারন সভার সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সম্মানিত অতিথি, গ্রাহক সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, "আস্সালামু আলাইকুম" । "লাভ নয়, লোকসান নয় " এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির মোট গ্রাহক সংখ্যার ৯১.০০% আবাসিক গ্রাহক। আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ৯২.০০% গ্রাহকের নিকট বিদ্যুৎ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা ০.৭০ টাকা ইউনিট প্রতি কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়। যার ফলে বিগত ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর মাধ্যমে ২৭.৬৭ কোটি টাকা ক্রস সাবসিডি পাওয়ার পরও ৪.৬৬ কোটি টাকা নিট লোকসান হয়েছে। যা গড়ে ইউনিট প্রতি ক্ষতি ০.৩৩ টাকা। সমিতির বিপুল অংকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করে এ ক্ষতি কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব। এ অবস্থায় সম্মানিত গ্রাহক সাধারণকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ মাঠ পর্যায়ে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজে সহায়তার আহবান জানিয়ে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

ক্রঃ নং	আয়-ব্যয়ের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৮৭,৬৭,১৮,৯৭৯.০০(সাতাশি কোটি সাতষট্টি লক্ষ আঠার হাজার নয়শত উনআশি টাকা)।
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৫,৪৯,৯৭,৬৬২.০০(পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা)।
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	৯৩,১৭,১৬,৬৪১.০০(তিরানব্বই কোটি সতের লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত একচল্লিশ টাকা) ।
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৪৭,৬২,৯৩,৮৩৭.০০(সাতচল্লিশ কোটি বাষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশত সাইত্রিশ টাকা)।
০৫	বিতরণ খরচ-পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮,৯২,৫০,১৩৯.০০ (আট কোটি বিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত উনচল্লিশ টাকা) ।
০৬	গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় খাতে খরচ	৬,১৩,৯৩,৮১০.০০ (ছয় কোটি তের লক্ষ তিরানব্বই হাজার আট শত দশ টাকা) ।
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	৬,৫৬,৪৮,৭৮৯.০০ (ছয় কোটি ছাপান্ন লক্ষ আট চল্লিশ হাজার সাত শত উনব্বই টাকা) ।
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ (৪ হইতে ৭ পর্যন্ত)	৬৯,২৫,৮৬,৫৭৫.০০ (উনসত্তর কোটি পচিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশত পচাত্তর টাকা)
০৯	অবচয় ও অবমোচন খরচ	২৪,৪৯,১০,৩৫২.০০(চব্বিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ দশ হাজার তিনশত বাহান্ন টাকা) ।
১০	কর খাতে খরচ	৪০,২৫,১৫৫.০০ (চল্লিশ লক্ষ পচিশ হাজার একশত পঞ্চান্ন টাকা)
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	৯,৩৩,৫৫,৪৩১.০০ (নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চার শত একত্রিশ টাকা) ।
১২	বিদ্যুৎ সার্ভিসের মোট খরচ (৮ হইতে ১১ পর্যন্ত)	১০৩,৪৮,৭৭,৫১৩.০০(এক শত তিন কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাত্তার হাজার পাঁচশত তের টাকা) ।
১৩	পরিচালন উদ্বৃত্ত (৩-১২)	- (১০,৩১,৬০,৮৭২.০০) (- দশ কোটি একত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার আটশত বাহাত্তর টাকা) ।
১৪	সরকারী ভুর্তুকী	-
১৫	অপরিচালন আয়	৫,৫১,৩১,৯২০.০০(পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার নয় শত বিশ টাকা) ।
১৬	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	১৪,১৫,১০২.০০ (চৌদ্দ লক্ষ পনের হাজার এক শত দুই টাকা) ।
১৭	নীট উদ্বৃত্ত (১৩ হইতে ১৬ পর্যন্ত)	-(৪,৬৬,১৩,৮৫০.০০)(চার কোটি ছেষট্টি লক্ষ তের হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা)

ব্যালেন্স শীট

(৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা সমূহ	টাকার পরিমাণ	ক্রঃ নং	দায় ও বিবিধ দেনা সমূহ	টাকার পরিমাণ
	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা			ইকুইটি ও মার্জিন	
০১	চালু প্লান্ট	৪১০,১৪,৭৯,৬৩৮.০০	২৮	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	৮,২৮,৬২০.০০
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষন	১৩৩,৬৪,৩৪,৯১৬.০০	২৯	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত নহে)	৭০,৭৯,৭১৩.০০
০৩	নীট উপযোগী প্লান্ট (১-২)	২৭৬,৫০,৪৪,৭২২.০০	৩০	পরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসরের)	(১০০,৫৩,৯৫,২৫৩.০)
০৪	নির্মাণাধীন প্লান্ট	১৪৩,৩৩,৫৯,২০৪.০০	৩১	পরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসরের)	(১০,৩১,৬০,৮৭২.০০)
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	৪১৯,৮৪,০৩,৯২৬.০০	৩২	পরিচালন লভ্যাংশ (সরকারী ভর্তুকী)	৪,১৭,০৩,২৩৯.০০
	বিনিয়োগ		৩৩	অপরিচালন লভ্যাংশ(পূর্ববর্তীবৎসরের)	২৩,৯১,৭২,৭১০.০০
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১,৩৩,০৮,২৫০.০০	৩৪	অপরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসরের)	৫,৬৫,৪৭,০২২.০০
০৭	পুনঃ স্থাপন সংরক্ষণ তহবিল	১৮,৩৯,৪৯,৪৪০.০০	৩৫	ডোনেটেড ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল গেইন	১,৩১,৩৬,৮২৫.০০
০৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	৬৪,৯৫,৬৪,৮১০.০০	৩৬	মোট ইকুইটি ও মার্জিন (২৮ হতে৩৫)	(৭৫,০০,৮৭,৯৯৫.০০)
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৮)	৮৪,৬৮,২২,৫০০.০০			
	চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি			দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	
১০	নগদ তহবিল	৪৯,৫০,০৯,৭৯৩.০০	৩৭	পবিবোর্ড ঋণ নগদ	৯০,০০,০০০.০০
১১	খুচরা নগদ তহবিল	১,৩০,০০০.০০	৩৮	পবিবোর্ড ঋণ (মালামাল)	৪৯৭,৪১,৩৮,৭৬৭.০০
১২	অস্থায়ী বিনিয়োগ	৩০,৪০,৫০,০১২.০০	৩৯	পবিবোর্ড ঋণ প্রভিশনাল প্লান্ট	৩০,০৪,৯৫,৪৪৪.০০
১৩	বিশেষ জমা	৫,৭০০.০০	৪০	পবিবোর্ড অন্যান্য ঋণ	--
১৪	গ্রাহকদের হিসাব খাতে পাওনা	৮,৭১,০৭,৫৪৪.০০	৪১	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৩৭ হতে ৪০)	৫২৮,৩৬,৩৪,২১১.০০
১৫	অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	-(২,৯৭,৭৯,৩৭২.০০)			
১৬	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	৪,৩২,৯৯,৫২৭.০০		অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায়	
১৭	বৈদ্যুতিক মালামাল মজুদ	৩৭,৪২,৪৫,৮০৫.০০	৪২	গ্রাহক জামানত	১৬,৭৫,০৯,৭৪৯.০০
১৮	হাউজ ওয়্যারিং মালামাল মজুদ	৪,৭৭৬.০০	৪৩	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	৩৪,৬৬,৩৭,৬১৭.০০
১৯	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	--	৪৪	বীমা সংরক্ষণ / গ্রাহক জামানত সেচ	৩২,৯৩,৮৩৮.০০
২০	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হতে ১৯)	১২৭,৪০,৭৩,৭৮৪.০০	৪৫	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (৪২ হতে ৪৪)	৫১,৭৪,৪১,২০৪.০০
	বিলম্বে আদায় যোগ্য পাওনা			চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	
২১	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	১,৮৫,৩৫,০৪৭.০০	৪৬	হিসাব খাতে প্রদেয়	৭,৭৩,৪৪,১৪৪.০০
২২	প্রাথমিক সমীক্ষা খাতে ব্যয়	--	৪৭	সেচ গ্রাহকের অগ্রীম	--
২৩	অশ্রেনীভুক্ত ব্যয়	৩,৬৬,৪৩,০৩৮.০০	৪৮	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণের সুদ	২১,৫৩,৫৯,১৮৯.০০
২৪	সাময়িক সংযোগ সৃষ্টি ব্যয়	--	৪৯	দীর্ঘ মেয়াদী পরিপক্ক ঋণ	৮৪,৫৮,৫৭,৪১৬.০০
২৫	অন্যান্য বিলম্ব পাওনা	২,০৫,৫৪,১৩৭.০০	৫০	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধ যোগ্য দায়	১,৮৪,৩১,৮৭৩.০০
২৬	মোট বিলম্বিত পাওনা (২১হতে ২৫)	৭,৫৭,৩২,২২২.০০	৫১	মোট চলতি ও পরিশোধ- যোগ্য দায় (৪৬ হতে ৫০)	১১৫,৬৯,৯২,৬২২.০০
				বিলম্বিত দেনা	
২৭	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+২০+২৬)	৬৩৯,৫০,৩২,৪৩২.০০	৫২	অগ্রিম নিরাপত্তা জামানত	৪৭,০২,০৪০.০০
			৫৩	নির্মাণের জন্য গ্রাহক অগ্রিম	৪,৪৩,২২,৮৯৩.০০
			৫৪	বিলম্বিত অন্যান্য দেনা	১৩,৮০,২৭,৪৫৭.০০
			৫৫	মোট বিলম্বিত দেনা (৫২ হতে ৫৩)	১৮,৭০,৫২,৩৯০.০০
			৫৬	মোট দায় ও বিবিধ দেনা (৩৬+৪১+৪৫+৫১+৫৪)	৬৩৯,৫০,৩২,৪৩২.০০

পরিশেষে উপস্থিত সুধী মন্ডলী ও গ্রাহক সদস্যগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।
সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন। জয় বাংলা।

মোঃ নুর উদ্দিন
কোষাধ্যক্ষ
সমিতি বোর্ড সিলেট পবিস-২

জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সম্মানিত সভাপতি, পরিচালকমন্ডলী, ভার্চুয়ালী সংযুক্ত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের নিয়োজিত সহকর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে সংযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী, "আদাব"।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,
বক্তব্যের প্রারম্ভেই শ্রদ্ধাবনতঃ চিত্তে স্মরণ করি হাজার বছরের কাঙ্খিত পুরুষ বাঙালি জাতির সর্বকালের সবশ্রেষ্ঠ নেতা ইতিহাসের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে। হযরত শাহজালাল (রাঃ), হযরত শাহ্ পরাণ (রাঃ) এর পূণ্যভূমি সিলেট আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে সারাবিশ্বে খ্যাতিলাভ করেছে। আপনারা এই জেলার বাসিন্দা হিসেবে অনেক ভাগ্যবান কারণ আপনারা অনেক আধ্যাত্মিক সাধকের সাধন ভূমির বাসিন্দা এবং সবসময় তাদের আধ্যাত্মিক বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবিক গুনাবলীতে গুনান্বিত হতে পেরেছেন। তাছাড়া সিলেট জেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী একটি এলাকা। সিলেটি শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিকভাবে সিলেট দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ধনী জেলা। জৈন্তিয়া পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য, জাফলং এর পাহাড়ী মনকাড়া সৌন্দর্য, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথরের রাশি, বিছানাকান্দির স্বচ্ছ জলরাশি সবাইকে টেনে আনে বার বার। আর এই এলাকার চায়ের সুনাম দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
গত ১৭ই মার্চ ২০২০ হতে ২৬শে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উদযাপন উপলক্ষে "মুজিব বর্ষ পল্লী বিদ্যুতের সেবা বর্ষ" এ অঙ্গীকার কে সামনে রেখে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে "আলোর ফেরিওয়ালা, দুর্যোগে আলোর গেরিলা, উঠান বৈঠক" কার্যক্রমের মাধ্যমে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" ও "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষে গ্রাহক সাধারণের দোরগোড়ায় বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেয়া হচ্ছে বিধায় অত্র সমিতির আওতাধীন সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অত্র পবিসে ৫০১৯ কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ করে ২,১০,৩৯৩ টি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ১,৮৮,৫৩৯ টি আবাসিক, ১৬,৫৩৭ টি বাণিজ্যিক, ৩,৫৬৫ টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ১,৩১৪ টি শিল্প, ৩৮০ টি সেচ ও ৫৮ টি রাস্তার বাতির সংযোগ রয়েছে। এই সকল গ্রাহককে ০৮ টি উপকেন্দ্রের ৪০ টি ১১ কেভি লাইনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুচারুরূপে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,
বর্তমানে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতাধীন সকল এলাকায় বিতরণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ সহ সুষ্ঠু নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। যার ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের লোডশেড, কোর্সশেড ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কোন সমস্যা নেই বললেই চলে। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে এসেছে গতিশীলতা। গ্রাহকগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের জন্য আবেদন করছেন এবং নিয়ম অনুযায়ী অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে গ্রাহক সাধারণ ও জনমনে বিদ্যুতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আস্থা ও প্রাণচাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং গ্রাহক প্রান্তে সমিতির ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উপলক্ষে সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজিটাল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই উপলক্ষে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে নতুন সংযোগ সহজীকরণ করা হয়েছে ও গ্রাহকদের দুয়ারে গিয়ে সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, All in One Pc স্থাপনের মাধ্যমে সেবার মান যাচাই করা হচ্ছে। এসএমএস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে হয়রানি রোধ ও সহজে বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিভিন্ন এজেন্ট ব্যাংকিং, বিকাশ, রকেট, নগদ, জি-পে, এম-ক্যাশ সহ সমিতির সদর দপ্তর, জোনাল অফিস, সাব-জোনাল অফিস এ বুথের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি ও গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
বিদ্যুৎ অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আবার বিপদজনকও বটে। নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে সততার সাথে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বিধায় নিরাপদভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনাদের সবাইকে যত্নবান ও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফর্মার ও তারসহ অন্যান্য চুরি সমিতির অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে ব্যাহত করে এবং সম্মানিত গ্রাহকগণকে আর্থিক ক্ষতির মধ্যে ফেলে। তাই আমি আমার সকল সদস্যগণকে সচেতনতার সহিত সমিতির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে সহযোগিতা প্রদান পূর্বক সম্পদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই ধরনের চুরি প্রতিরোধ এর অংশীদার হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
উন্নত গ্রাহকসেবা সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতি হ্রাসকরণে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধ এবং বৈদ্যুতিক লাইনের আশেপাশের গাছপালা কর্তণে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দেশ ও জাতির শত্রু, তাই এদের প্রতিহত করা আমার-আপনার সকলের দায়িত্ব।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় মাননীয় মন্ত্রী ও এমপি মহোদয়সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, জেলা-উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিবৃন্দ কে সমিতির ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
জয় বাংলা।

জেনারেল ম্যানেজার
সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ

◆ ক্রমপুঞ্জিত বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (কিঃ মিঃ)

→ অর্থ বৎসর

অর্থ বৎসর অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ

◆ ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংযোগ

→ অর্থ বৎসর

অর্থ বৎসর অনুযায়ী বিলকৃত ও আদায়কৃত অর্থ

◆ বিলকৃত অর্থ (কোটি টাকায়)
◆ আদায়কৃত অর্থ (কোটি টাকায়)

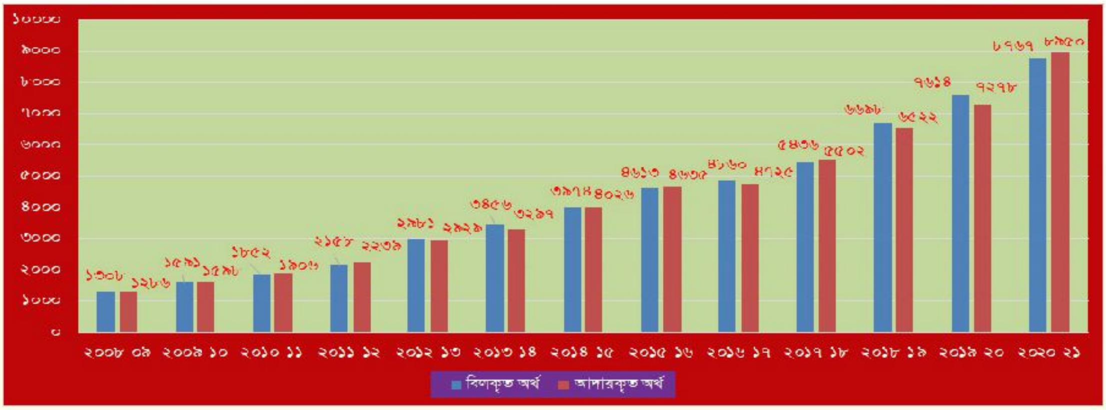

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

রেখা চিত্রে অর্থ বৎসর অনুযায়ী সিস্টেম লস (%)

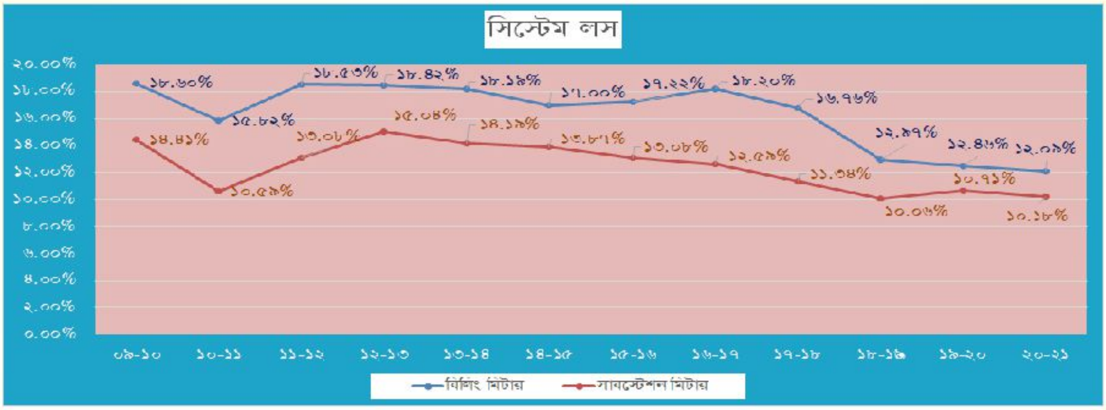

➡ অর্থ বৎসর

অর্থ বছর ভিত্তিক বকেয়া মাস

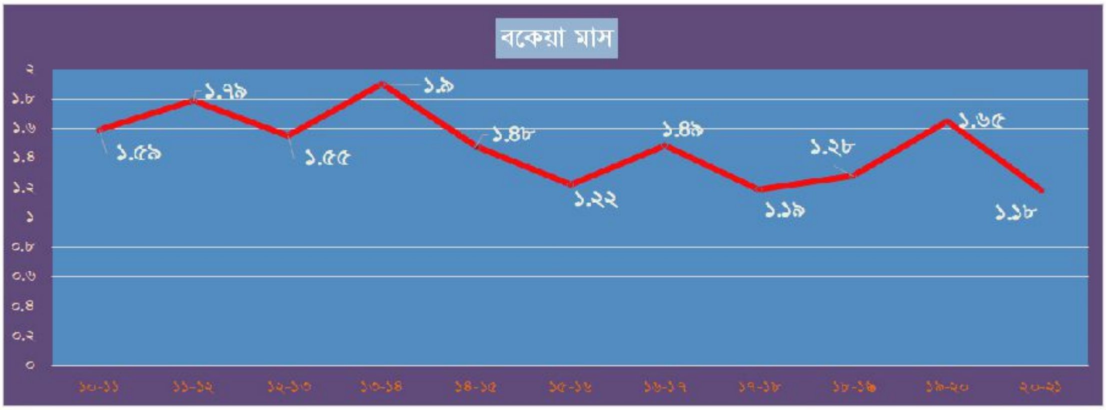

শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার (২০২০-২০২১) পর্যন্ত।

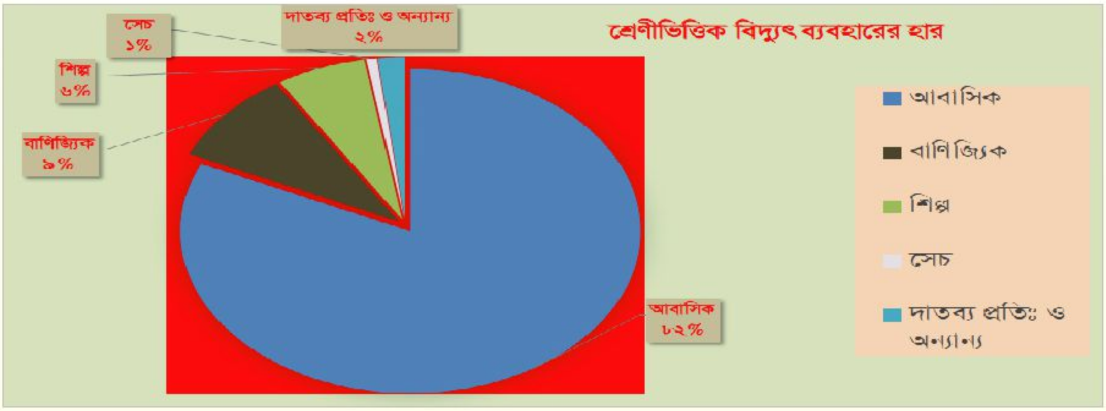

আলোক চিত্রে পবিসের কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ইমরান আহমদ, এমপি মহোদয়ের সাথে সিলেট পবিস ২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব সঞ্জীব কুমার রায় এবং জনাব মোঃ মুকুল হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন), বাপবিবো সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সমিতি বোর্ডের সাবেক সভাপতি মহোদয় সহ জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং উপজেলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব সঞ্জীব কুমার রায় মহোদয় যোগদানের পর জেলা প্রশাসক, সিলেট মহোদয়ের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন।

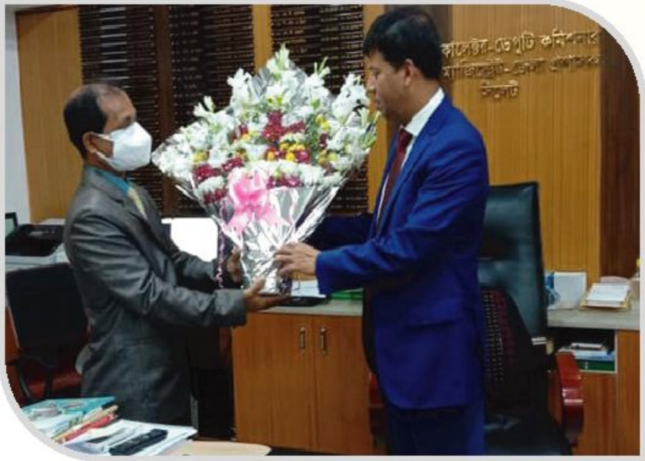

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব সঞ্জীব কুমার রায় মহোদয় এর নেতৃত্বে জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হয়। এ সময় জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব কামাল আহমদসহ পবিসের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিল।

আলোক চিত্রে পবিসের কার্যক্রম

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব সঞ্জীব কুমার রায় মহোদয় এর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হয়।

অত্র পবিসের প্রশিক্ষণ রুমে জনাব ঢালী ইউসুফ আহমেদ, পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা, এবং জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়ের সভাপতিত্বে দেশপ্রেম ও গ্রাহক সেবা প্রদানের বিষয়ে বিশেষ স্টাফ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র পবিসের বোর্ড রুমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ শহিদুল করিম, পরিচালক, পবিস মানব সম্পদ পরিদপ্তর, বাপবিবো উপস্থিত ছিলেন।

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

জনাব মো. জামাল উদ্দিন
সভাপতি
এলাকা নং-০৩

জনাব মোর্শেদ আলম
সহ-সভাপতি
এলাকা নং-০১

জনাব মো. আব্দুল লতিফ
সচিব
এলাকা নং-০৬

জনাব মোঃ নুর উদ্দিন
কোষাধ্যক্ষ
এলাকা নং-০৫

জনাব মুদাচ্ছির আহমদ
মনোনিত এলাকা পরিচালক

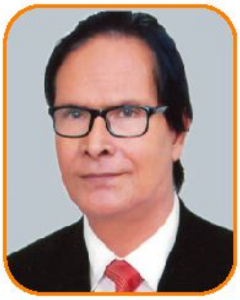

জনাব মো. মুহব্বির আলী
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

জনাব মো. গোলাম নবী
মনোনিত এলাকা পরিচালক

জনাব বীনা সরকার
মহিলা পরিচালক

জনাব শাহিন আক্তার হাছিনা
মহিলা পরিচালক

জনাব মনোয়ারা বেগম
মহিলা পরিচালক

জনাব সঞ্জীব কুমার রায়
জেনারেল ম্যানেজার
পরিচালক (এক্স-অফিসিও)

নির্বাহী কর্মকর্তাগণের পরিচিতি

জনাব সঞ্জীব কুমার রায়
জেনারেল ম্যানেজার
০১৭৬৯-৪০০০৭৭

জনাব মৃণাল কান্তি চৌধুরী
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৬৯

জনাব প্রকৌঃ প্রার্থ চক্রবর্তী
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
(সদর-কারিগরী)
০১৭৬৯-৪০২১২২

জনাব প্রকৌঃ মো. আক্তার হোসেন
উপ-মহা ব্যবস্থাপক
কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০২৭০

জনাব মো. আব্দুল হাফিজ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক
(প্রশাসন) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৭

জনাব মো. মুসা রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক
(সদস্য সেবা) সদর দপ্তর
০১৭৬৯-৪০০৭৯৯

জনাব নাঈমুর রহমান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
কানাইঘাট জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০০৮০০

জনাব রানা আহমেদ
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
০১৭৬৯-৪০০৭৯৮

জনাব অসিম কুমার দাস
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ইএন্ডসি)
০১৭৬৯-৪০৭৩১৭

জনাব রাশেদুজ্জামান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
গোয়াইনঘাট সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২২

জনাব রফিকুল ইসলাম
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
শিবের বাজার সাব-জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৩২৩

জনাব প্রকৌঃ মো. কামরুজ্জামান
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (ওএন্ডএম)
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস
০১৭৬৯-৪০৭৭৮১

জনাব সাইফুল ইসলাম
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (আইটি)
০১৭০৪-১০৬৬১৬

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী মহা ব্যবস্থাপক (অর্থ) চঃ দাঃ
০১৭৬৯-৪০০৭৯৬

জনাব মো. সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাপবিবো, সিলেট

জনাব তোহা হোসাইন
সহকারী প্রকৌশলী
বাপবিবো, সিলেট

জনাব সীতাংশু শেখর দে
আইন উপদেষ্টা

জনাব ডা. শারমিন আক্তার ইমু
রিটেইনার ডাক্তার

সিটিজেন চার্টার

"খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ও বিবিধ ফি সংক্রান্ত"

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ২২ (খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জন্য বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার ও বিবিধ ফি ফেব্রুয়ারী'২০২০ মাস থেকে নিম্নোক্ত ভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো ঃ

(সংক্ষেপিত)

ক. নিম্নচাপ (এলটি): ২৩০/৪০০ ভোল্ট

অনুমোদিত লোডঃ সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০- ৮০ কি.ও., এমটি ৮০ কিঃ ওঃ এর উর্ধ্বে হতে ৫ মেঃ ওঃ পর্যন্ত।

ক্রঃনং	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কিঃ ওঃ ঘঃ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কিঃওঃ (অনুমোদিত লোড/মাস)
১	এলটি-এ ঃ আবাসিক		৩০.০০
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৩.৭৫	
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.১৯	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৭২	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.০০	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৯৪	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটেরউর্ধ্বে	১১.৪৬	
২	এলটি-বি ঃ সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.১৬	৩০.০০
৩	এলটি-সি ১ ঃ ক্ষুদ্র শিল্প	-	-
	ফ্ল্যাট	৮.৫৩	৩০.০০
৪	এলটি-সি ২ ঃ নির্মাণ	১২.০০	১০০.০০
৫	এলটি ডি ১ ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.০২	৩৫.০০
৬	এলটি-ডি ২ ঃ রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৭.৭০	৬০.০০
৭	এলটি-ই ঃ বানিজ্যিক ও অফিস	১০.৩০	
৮	এলটি-টি ঃ অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০
৯	এলটি -ডি ৩ ঃ ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৭.৬৪	৬০.০০
১০	এমটি-৩ ঃ শিল্প	৮.৫৫	

বিঃ দ্রঃ লাইফ লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক গ্রাহক শ্রেনীর অন্য কোন গ্রাহক পাবেন না।

ক্রঃনং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেনী/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগ ও লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৫০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ চার্জ (DC) / গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ (DC) /পুনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		২০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
৭	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাট- আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে		৪.০০ কেভিএ/দিন

নিরাপত্তা জামানত

নিরাপত্তা জামানত:

(ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে:

গ্রাহকশ্রেণি		জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি – এ এবং এলটি – বি	৪০০.০০ (০২ কি.ও. পর্যন্ত)
		৬০০.০০ (০২ কি.ও. এর উর্ধ্বে)
২	এলটি – সি ১, এলটি – সি ২, এলটি – ডি ১, এলটি – ডি ২, এলটি – ডি ৩, এলটি – ই এবং এলটি – টি	৮০০.০০
৩	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	১,০০০.০০

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গ্রাহকদের করনীয়

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ		জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ
১	লাইটিং	ক)	জ্বালানী দক্ষ লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যথা: Incandescent বা CFL লাইটের পরিবর্তে অধিকরত জ্বালানি সাশ্রয়ী LED লাইট ব্যবহার করা।
		খ)	লাইটিং সিস্টেমে Fixure/Casing/Reflector ব্যবহার করার ক্ষেত্রে High Reflection Coefficent এর রং ব্যবহার করা, এতে আলোর উজ্জ্বলতা (Luminosity) বৃদ্ধি পায়।
		গ)	কমন স্পেস যেমন,: সিঁড়ি/ওয়াস রুম/ওয়েটিং রুম/করিডোর ইত্যাদিতে Motion Sensor নির্ভর লাইটিং সিস্টেম ব্যবহার করা, এতে বিদ্যুতের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধ করা যায়।
		ঘ)	বৈদ্যুতিক বাল্বের উপরিভাবে ধুলাবালি জমলে এর উজ্জ্বলতা কমে যায় বিধায় বাল্বসহ লাইটিং সিস্টেম নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
		ঙ)	অফিসের ডেস্কে নির্ধারিত উজ্জ্বলতা (LUX level) বজায় রাখতে টাস্ক লাইটিং (Task Lighting) ব্যবহার করা।
		চ)	দিনের আলোর (Day Lighting) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
		ছ)	কাজের ধরন বিবেচনায় প্রযোজ্য লাইটিং লোড নির্বাচন করা।
		জ)	অপ্রয়োজনে লাইটের ব্যবহার পরিহার করা।
২	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	ক)	শীতাতপ নিয়ন্ত্র যন্ত্রের Set Temperature, ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা
		খ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ব্যবহারের সময় তাপনিরোধক ভাবে কক্ষের দরজা, জানালা বন্ধ রাখা।
		গ)	তাপ প্রবাহে রোধে জানালায় Double Glazed/Low Emission Glass/ পর্দা ব্যবহার করা।
		ঘ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রের ফিল্টার মাসে কমপক্ষে একবার পরিস্কার করা।
		ঙ)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সার্ভিসিং করা।
		চ)	পাইপ লাইন বা Duct এর তাপ নিরোধক ইনসুলেশন ব্যবস্থা বছরে কমপক্ষে একবার এবং leakage প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পরীক্ষা করা।
		ছ)	উচ্চতর Energy Efficiency Ratio (EER)/ Coefficient of Performance (CoP) এর জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র ব্যবহার করা।
		জ)	অপ্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র বন্ধ রাখা।
৩	রেফ্রিজারেটর		জ্বালানি দক্ষ Inverter Technology সম্বলিত রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা।
৪	ফ্যান	ক)	বাজারের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে জ্বালানি সাশ্রয়ী (যেমন: BLDC ফ্যান) এবং উচ্চতর সার্ভিস ভ্যালু (m3/min/w) ফ্যান ব্যবহার করা
		খ)	অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ রাখা।
৫	প্লাগ লোড	ক)	Idle অবস্থায় ডেস্কটপ কম্পিউটার/ল্যাপটপ সমূহ Power Saving mode এ রাখা।
		খ)	ডেস্ক ভিত্তিক প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার এবং স্ক্যানার ব্যবহারের পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্ক সংযোগের মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
		গ)	ব্যক্তি পর্যায়ে মাইক্রোয়েভ ওভেন ব্যবহারের পরিবর্তে গ্রুপভিত্তিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
		ঘ)	অপ্রয়োজনে যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা।
৬	নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার		জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি নিজস্ব বিদ্যুৎ চাহিদা সম্পূর্ণ/ আংশিক (BNBC) অনুযায়ী বিদ্যুৎ চাহিদার ন্যূনতম ৩% সরবরাহের লক্ষ্যে অফিস ভবনের রুফটপে অথবা অফিস প্রাঙ্গণের ফাঁকা জায়গায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস (যেমন সৌর শক্তি) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহন করা। এক্ষেত্রে স্রেডা কর্তৃক প্রনীত নেট মিটারিং গাইড লাইন অনুসরণ করা যেতে পারে।
৭	অন্যান্য		ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার সর্বদা তদারকির জন্য ToT Based Building Energy Management System (BEMS) চালু করণে উৎসাহ প্রদান।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কতিপয় সতর্কবাণী

০১। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না। এতে যেকোন সময় বিপদ হতে পারে।
০২। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে সুইচ, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দেবেন না।
০৩। ভেজা হাতে কখনো সুইচে হাত দেবেন না, সকেট পয়েন্টের ভিতর কোন তার বা আলপিন ঢুকাবেন না।
০৪। সুইচ অন করা অবস্থায় কখনো হোল্ডার হতে বাল্ব খোলার চেষ্টা করবেন না।
০৫। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাজনিত কোন অগ্নিকান্ডে কখনো পানি দেবেন না। প্রথমে সুইচ অফ করুন এবং অগ্নি সংযোজিত স্থানে বালি ছড়িয়ে দিন।
০৬। সমিতির কাঠের খুঁটির পাশে শুকনা কচুরীপানাতে অথবা খড়ে আগুন জ্বালাবেন না। তাতে অগ্নি সংযোগ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
০৭। বিদ্যুতায়িত লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমনভাবে বিদ্যুতায়িত লাইনের নিচে বসতবাড়ী বা অন্য কিছু স্থাপন করবেন না।
০৮। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে/ উঠানে বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে মোটা তারের মাধ্যমে নিন। এ কাজের জন্য ইলেকট্রিশিয়ানের সহযোগীতা নিন। চিকন তার সর্বদাই পরিহার করুন। কারণ যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে অকল্পনীয় ক্ষতি হতে পারে।
০৯। কোন পার্শ্ব সংযোগ দিবেন না, কারণ পার্শ্ব সংযোগের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে জীবন হানি পর্যন্ত হতে পারে।
১০। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনই স্পর্শ করবেন না। এ অবস্থায় থাকলে সাথে সাথে সমিতির অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে সংবাদ দিন এবং সমিতির লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন।
১১। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ভাল মানের, সঠিক রেটিং এর সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করুন। সকল ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির মেটাল বডিতে আর্থিং সংযোগ দিন।
১২। সকেট থেকে প্লাগ বের করার সময় প্রথমে সুইচ অফ করুন। তারপর প্লাগের দুই পার্শ্বে সমান জোরে টেনে ধরে বের করুন। কখনও প্লাগের কর্ড ধরে টানবেন না।
১৩। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।
১৪। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে কখনও গাছ লাগাবেন না, ঘর-বাড়ি তৈরী করবেন না এবং লাইনের পাশে কখনও ঘুড়ি উড়াবেন না। এতে জীবন হানি ও আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।
১৫। কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনা কাঠ বা বাঁশ নিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করুন এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।
১৬। গাছ-পালা কাটার সময় যদি গাছের অংশ লাইনের উপর পরার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ কাটার পূর্বে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে এসে আবেদনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
১৭। বৈদ্যুতিক তারের উপর কখনই কোন ভেজা কাপড় শুকাতে দিবেন না।
১৮। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরি ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দুরত্বে থাকতে বাধ্য করবেন।

অভিযোগ কেন্দ্রের নম্বর সমূহ

সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৫	সড়কের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০১
বিন্যাকান্দি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৯	মমতাজগঞ্জ বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৮০
গোয়াইনঘাট এরিয়া অফিস	০১৭৬৯-৪০১৮৯৬	কোম্পানীগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০৩
হাদারপাড় অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২০	ইছাকলস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৯
শিবের বাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৮	ছনবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩১৮
সালুটিকর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৮৯৭	পাড়ুয়া ইনডোর উপ-কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৩২১
কানাইঘাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০০৮০২	রাধানগর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৭০৫
গাছবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১৯০০	হট লাইন নম্বর	০১৭৬৯-৪০৪০৫৫

বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নাম্বার	কমিটিতে পদবী
০১	জনাব মোঃ মুসা রহমান, এজিএম (এমএস)	০১৭৬৯৪০০৭৯৯	আহবায়ক
০২	জনাব স্বপন চন্দ্র দাস, এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর	০১৭০৪১০৬৪৯২	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ ফয়জে আলম রাকিব, সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওএন্ডএম)	০১৭০৪১০৬৪৯১	সদস্য
০৪	জনাব মোঃ রইসুল ইসলাম রাজা, পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর	০১৭৬৯৪০৪০৫৫	সদস্য সচিব
০৫	জনাব রতন কুমার আচার্য্য, হিসাব রক্ষক	০১৭০৪১০৬৪৯৩	সদস্য

ব্যাংকের নামসমূহ

সদর দপ্তর	
ব্যাংকের নাম	**শাখার নাম**
পুবালী ব্যাংক লিঃ	দরবস্ত
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	জৈন্তাপুর
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চতুল বাজার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	শাহ পরান
কোম্পানীগঞ্জ জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	**শাখার নাম**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কোম্পানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ছাতক
পুবালী ব্যাংক লিঃ	কোম্পানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	দয়ারবাজার
উত্তরা ব্যাংক লিঃ	কোম্পানীগঞ্জ
গোয়াইনঘাট-সাবজোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	**শাখার নাম**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	জাফলং
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	হাদারপাড়
এনআরবি ব্যাংক লিঃ	জাফলং

কানাইঘাট জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	**শাখার নাম**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কানাইঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	সড়কের বাজার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চতুল বাজার
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	গাছবাড়ী
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ভবানীগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	দর্পনগর
রুপালী ব্যাংক লিঃ	কানাইঘাট
রুপালী ব্যাংক লিঃ	রাজাগঞ্জ
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	কানাইঘাট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	কানাইঘাট
শিবের বাজার সাব-জোনাল অফিস	
ব্যাংকের নাম	**শাখার নাম**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	শিবের বাজার
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	আম্বরখানা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	আম্বরখানা

এজেন্ট আউটলেট

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সালুটিকর শাখা, সিলেট	তোয়াকুল দুয়ার, গোয়াইনঘাট	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট	সালুটিকর, গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সড়কের বাজার শাখা, সিলেট	আটগ্রাম দুয়ার, বাজার, জকিগঞ্জ	ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আম্বরখানা শাখা, সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ বাজার, কোম্পানীগঞ্জ
	মমতাজগঞ্জ দুয়ার, বাজার, কানাইঘাট		রাধানগর, গোয়াইনঘাট
অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সুবিদবাজার শাখা, সিলেট	সোনাতলা, সদর		সাহেব বাজার, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, কানাইঘাট শাখা, সিলেট	চতুল বাজার, কানাইঘাট	ব্যাংক এশিয়া, উপশহর শাখা, সিলেট	ফতেপুর, গোয়াইনঘাট
	বড়দেশ বাজার, কানাইঘাট		জাফলং, গোয়াইনঘাট
	বোরহান উদ্দিন বাজার, কানাইঘাট		মাতুরতল, গোয়াইনঘাট
	গাছবাড়ী, কানাইঘাট		কুলার বাজার, গোয়াইনঘাট
	সুরইঘাট, কানাইঘাট		ঝিংগাবাড়ী, কানাইঘাট
	সড়কের বাজার		পিটারগঞ্জ, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, গোলাপগঞ্জ শাখা, সিলেট	রাজাগঞ্জ বাজার, কানাইঘাট	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আম্বরখানা শাখা, সিলেট	গাছবাড়ী, কানাইঘাট
	দরবস্ত, জৈন্তাপুর		রাজাগঞ্জ বাজার, কানাইঘাট
	জৈন্তাপুর, জৈন্তাপুর		হাদারপাড়, গোয়াইনঘাট
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, শাহপরান শাখা, সিলেট	হরিপুর, জৈন্তাপুর	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, শাহজালাল উপশহর শাখা, সিলেট	সড়কের বাজার, কানাইঘাট
	মামার দোকান, গোয়াইনঘাট	মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, লালদিঘীরপাড় শাখা, সিলেট	পিটারগঞ্জ, সদর
	গোয়াইনঘাট বাজার, গোয়াইনঘাট	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা, সিলেট	ধোপাকুল, সদর
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সিলেট শাখা, সিলেট	হাদারপাড়, গোয়াইনঘাট		
	ফতেপুর, গোয়াইনঘাট		

মোবাইল ব্যাংকিং

- বিকাশ
- G-pay
- টেলিটক
- এম ক্যাশ
- রকেট
- রবি
- সিউর ক্যাশ
- U-pay

বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা-২০১৮

(ফেব্রুয়ারি' ০৯, ২০০৬ ও ফেব্রুয়ারি' ১২, ২০১৮ তারিখের গেজেট মোতাবেক)

বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১০ ও অতিরিক্ত সংখ্যা ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/ জরিমানার বিবরণ আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠ, সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অর্থনৈতিকভাবে নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নীচে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ ধ্বংস/ ক্ষতিসাধন-এর কারণে বিদ্যুৎ আইন ১৯১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/ জরিমানার বিবরণ দেয়া হলঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/ জরিমানা
ধারা-৩২	বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	(০১)। কোন ব্যক্তি বাসগৃহে বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক থেকে ০৩(তিন) বছর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। (০২)। কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে অনধিক ০৩(তিন)বছর কারা দন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদ অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন- পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ০২(দুই) বৎসর এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৩৯-ক	অসাধু উপায়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন, ভোগ বা ব্যবহারের লক্ষ্যে যে কোন নকশা, কৌশল বা কৃত্রিম পদ্ধতি গ্রহণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪০	উদ্দেশ্যমুলকভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করলে বা ঘুরিয়ে দিলে বা বিদ্যুৎ বন্ধের উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম কেটে দিলে বা অনিষ্ট করলে বা কাটতে বা অনিষ্ট করতে পদক্ষেপ নিলে	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধ করলে ০৩(তিন) থেকে ০৫(পাঁচ) বছরের জেল এবং ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪০-ক	কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম হতে লাইন সামগ্রী, টাওয়ারের অংশ, যন্ত্রপাতি চুরি	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪১	ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির অবৈধভাবে বিদ্যুৎ লাইন প্রদান	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ করে জরিমানা।
ধারা-৪২	বিদ্যুতের অবৈধ ত্রুটিপূর্ণ সরবরাহ বা আদেশ প্রতিপালন না করা	০১ (এক) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ১,০০০.০০ টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪	মিটার বা লাইসেন্সীর পূর্তকর্মে বাধা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যুতের অনুচিত ব্যবহার	০১ (এক) থেকে ০৩ (তিন) বছরের জেল এবং ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৩,০০০.০০ টাকা হাজার টাকা করে জরিমানা।
ধারা-৪৪-ক	লাইসেন্সীর (বিপিডিবি/বিআরইবি/ডেসা এবং অন্য লাইসেন্সী) কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কতিপয় অপরাধে সহায়তা করা (ধারা-৩৯,৩৯-ক,৪০,৪০-ক, ৪১,৪২,৪৩ এবং ৪৪-এর আওতায়)	উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় যে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তার জন্য উল্লেখিত ধারা সমূহের আওতায় অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড।
ধারা-৪৫	সরকারী ল্যাম্প (বাতি) নির্বাপণ	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
ধারা-৪৬	অবহেলাভরে বিদ্যুৎ নষ্ট করা বা পূর্তকর্মের অনিষ্টসাধন করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
ধারা-৪৭	ধারা-৩৯ থেকে ৪৬-এর অন্তর্ভূক্ত অপরাধ ছাড়া বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অন্য কোন অপরাধ করা	০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং ৫,০০০.০০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার অথবা তৎপরবর্তী একই অপরাধের জন্য ০৩ (তিন) থেকে ০৫ (পাঁচ) বছরের জেল এবং প্রত্যেক দিনের জন্য ৫০০.০০ টাকা করে জরিমানা।

সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২